ওযু করার পর কিছু কাজ করলে যেমন ওযু নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি ঈমান আনার পর কিছু কথা, কাজ ও বিশ্বাস আছে, যা সম্পাদন করলে বা পোষণ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। নতুন করে তাওবা করে পুনরায় কালেমা পড়ে ইসলামে দাখিল হতে হয়। ঈমান ভঙ্গের কারণগুলো মূলত ৩ প্রকার। বিশ্বাসগত, কর্মগত এবং উক্তিগত। আলিমগণ এ ব্যাপারে অনেক বিশদ আলোচনা করেছেন।

আলেমগণ সেগুলোকে দশটি পয়েন্টে সাজিয়েছেন।

এক. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করা / কাউকে আল্লাহর অংশীদার বানানো

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সঙ্গে অংশীদার করা ক্ষমা করেন না। তা ব্যতীত অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন; এবং যে কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করে সে এক মহাপাপ করে।' [সুরা নিসা ৪ : ৪৮]

'কেউ আল্লাহর সঙ্গে শিরক করলে অবশ্যই আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করবেন এবং তার আবাস জাহান্নাম। আর জালিমদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।' [সুরা মায়িদা, ৫ : ৭২]

দুই. আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কাউকে মধ্যস্থতাকারী বানানো

'তারা আল্লাহকে ব্যতীত যার ইবাদাত করে তা তাদের ক্ষতিও করতে পারে না, উপকারও করতে পারে না। তারা বলে, এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। বল, তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দিচ্ছ, যা তিনি জানেন না? তিনি মহান, পবিত্র এবং তারা যাকে শরিক করে তা হতে তিনি ঊর্ধ্বে।' [সুরা ইউনুস, ১০ : ১৮]

'জেনে রাখ, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা তো এদের পূজা এজন্যই করি যে, ইহারা আমাদের আল্লাহর সান্নিধ্যে নিয়ে যাবে।' তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফয়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' [সুরা যুমার, ৩৯ : ৩]

তিন. মুশরিক-কাফিরদের কাফির মনে না করা

এমন কাফির, যার কুফরির ব্যাপারে আহলুস সুন্নাহ একমত। সেটা আসলি কাফির হতে পারে—যেমন ইহুদি, খৃস্টান ও হিন্দু সম্প্রদায়—আবার মুরতাদ, যিনদিকও হতে পারে, যেমন প্রকাশ্যে আল্লাহ, রাসুল বা দীনের কোনো অকাট্য ব্যাপার নিয়ে কটূক্তিকারী; যাদের কুফরির ব্যাপারে হকপন্থি আলিমগণ একমত।

চার. নবি (সা.)'র ফয়সালার তুলনায় অন্য কারও ফয়সালাকে উত্তম মনে করা/ অন্য কোন বিচার-আইনকে উত্তম ভাবা

'আপনি কি তাদের দেখেননি, যারা দাবি করে যে, যা আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে, আমরা তার ওপর ঈমান এনেছি। তারা বিচার-ফয়সালা নিয়ে যেতে চায় তাগুতের কাছে, অথচ তাদের প্রতি নির্দেশ হয়েছে, যাতে তারা তাকে মান্য না করে। পক্ষান্তরে শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।' [সুরা নিসা, ৪ : ৬০]

পাঁচ. মুহাম্মাদ (সা.) আনীত কোনো বিধান/আইনকে অপছন্দ করা; এ যুগে কার্যকর নয় ভাবা

'অতএব, তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক বলে মনে না করে। এরপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোনো রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে।' [সুরা নিসা, ৪ : ৬৫]

ছয়. আল্লাহর দেয়া কোনো বিধান নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা / আল্লাহর আইনকে বর্বর, মানবতা বিরোধী বলে কটাক্ষ করা

"তুমি তাদের প্রশ্ন করলে তারা নিশ্চয়ই বলবে, 'আমরা তো আলাপ-আলোচনা ও ক্রীড়া-কৌতুক করছিলাম।' বলো, 'তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রাসুলকে বিদ্রুপ করছিলে?' তোমরা অযুহাত দেয়ার চেষ্টা করো না। তোমরা তো ঈমান আনার পর কুফরি করেছ।" [সুরা তাওবা, ৯ : ৬৫-৬৬]

সাত. জাদু-টোনা করা / তান্ত্রিকের কাছে সাহায্য চাওয়া / গণকের কাছে ভবিষ্যৎ জানতে চাওয়া / গণককে বিশ্বাস করা

'সুলাইমান কুফরি করেনি, কুফরি তো করেছিল শয়তানরাই। তারা মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত...।' [সুরা বাকারা, ২ : ১০২]

আট. মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাফের/মুশরিকদের সমর্থন ও সাহায্য করা / মুসলিম-কাফের যুদ্ধে কাফেরদের পক্ষ নেয়া

'হে মুমিনগণ! তোমাদের পিতা ও ভাইও যদি ঈমানের বিপরীতে কুফরিকে বেছে নেয়, তবে তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদের অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করে, তারাই সীমালঙ্ঘনকারী।' [সুরা তাওবা, ৯ : ২৩]

'হে মুমিনগণ! তোমরা ইহুদি ও খৃস্টানদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা পরস্পরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে সে তাদেরই একজন বলে গণ্য হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না।' [সুরা মায়িদা, ৫ : ৫১]

নয়. কাউকে দীন-শরিয়তের ঊর্ধ্বে মনে করা / ইসলামের হুকুম তার জন্য প্রযোজ্য নয় মনে করা

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসেবে মনোনীত করলাম।' [সুরা মায়িদা, ৫ : ৩]

দশ: দীন / ইসলাম থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া

'যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলি দ্বারা উপদিষ্ট হয়েও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় তার অপেক্ষা অধিক অপরাধী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।' [সুরা সাজদা, ৩২ : ২২]